তারিখ 12 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

যুগান্তর

দুই ঘণ্টার কর্মবিরতিতে সরকারি কর্মকর্তারা

যুগান্তর রিপোর্ট

বেতন স্কেল ও চাকরির বৈষম্য নিরসন দাবিতে প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক এবং ২৬টি ক্যাডার ও বিভিন্ন ফাংশনাল সার্ভিসের কর্মকর্তারা দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন। সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কর্মবিরতির পাশাপাশি তারা কালো ব্যাজও ধারণ করেছেন বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব মো. ফিরোজ খান। তিনি আরও জানান, ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করবে।

বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল, সরকারি প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে ক্যাডার-ননক্যাডার বৈষম্যের' সিদ্ধান্ত বাতিল, ইউএনওকে কর্তৃত্ব প্রদানমূলক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিস স্মারক বাতিল, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন এবং সব ক্যাডার ও সার্ভিসে পদোন্নতির সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুপারনিউমারারি পদ সৃজন, নিজস্ব ক্যাডার ও ফাংশনাল সার্ভিসবহির্ভূত সব

কর্মকর্তারা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

কর্মকর্তারা : কর্মবিরতিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরনের প্রেষণ বাতিল এবং পেশাভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলার দাবিতে আন্দোলন করছে প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটি।

প্রায় অভিন্ন দাবিতে একই কর্মসূচি পালন করছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ সম্মিলিত সরকারি কর্মকর্তা পরিষদ (বাসসকপ)। সোমবার তারা সারা দেশে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে বাসসকপ মহাসচিব জিন্নাত আলী বিশ্বাস বলেন, নির্ধারিত সময়ে কর্মবিরতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে। গত ১৪ ডিসেম্বর অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশ করে সরকার। নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বিলুপ্ত করা হয়েছে। নতুন বেতন কাঠামোয় সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন নবম গ্রেডে এবং প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন অষ্টম গ্রেডে নির্ধারণ করা হয়। সপ্তম বেতন কাঠামোতে প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার ও নন-ক্যাডার উভয় কর্মকর্তারাই চাকরিতে প্রবেশের সময় অষ্টম গ্রেডে বেতন পেতেন। এসব বৈষম্যসহ কয়েকটি দাবিতে প্রকৃচি-বিবিএস সমন্বয় কমিটি ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন বাসসকপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।